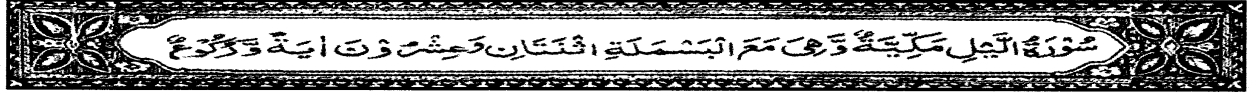


## সূরা আল্ লায়ল-৯২

### (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

#### অবতরণকাল ও প্রসঙ্গ

সুবিখ্যাত মুসলিম মনীষী ও বুযুর্গ ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, এ সূরা প্রথমদিকেই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। উইলিয়াম মুইরও একই অভিমত পোষণ করেন। পূর্ববর্তী সূরাগুলোর সাথে বিশেষ করে ‘সূরা ফাজর’ ও ‘সূরা বালাদ’ এর সাথে এ সূরার মিল রয়েছে। পূর্ব সূরাতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, ‘কা’বা’ তৈরীর প্রধান উদ্দেশ্য, যা সূরা ‘বালাদে’র মূল বিষয়, তা কখনো সত্যাত্মা-রূপ এক মহানবীর আগমন ছাড়া সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর ছিল না। আলোচ্য সূরাতে এ কথাও যোগ করা হয়েছে, এরূপ আদর্শ মহাপুরুষের সাথে যখন উচ্চাঙ্গীন আদর্শ-স্থানীয় সাথীগণও যোগদান করেন তখন সোনায় সোহাগা হয় এবং সত্যের জ্যোতি দ্বিগুণ বেগে চতুর্দিক আলোকিত করতে থাকে। এ সূরাতে ঐ আদর্শ সাহাবীদের বৈশিষ্ট্যময় কয়েকটি উচ্চ গুণও বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তুলনাস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষের দুটি মারাত্মক ক্রটি রয়েছে যা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়।



## সূরা আল্ লায়ল-৯২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২২ আয়াত এবং ১ রুকু

১। \*আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। (আমি) রাতকে<sup>৩৩৬২</sup> \*সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করছি যখন তা ঢেকে ফেলে।

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ②

৩। \*আর দিনকেও (আমি সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করছি) যখন তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে<sup>৩৩৬৩</sup>।

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ③

৪। \*আর নর ও নারীর সৃষ্টিকেও<sup>৩৩৬৩-ক</sup> (আমি সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করছি)।

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ④

৫। নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্মুখী<sup>৩৩৬৪</sup>।

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ⑤

৬। অতএব যে (আল্লাহর রাস্তায়) দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে

فَأَمَّا مَنْ آغَىٰ وَآتَقَىٰ ⑥

★ ৭। এবং সব উত্তম বিষয়ের সত্যায়ন করে<sup>৩৩৬৫</sup>

وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ ⑦

দেখুন : ক. ১ঃ১ খ. ৯১ঃ৫ গ. ৯১ঃ৪ ঘ. ৩৬ঃ৩৭; ৫১ঃ৫০; ৭৮ঃ৯।

৩৩৬২। পূর্ববর্তী সূরাতে মূল বক্তব্য বিষয় ছিল ‘আশ্ শামস’ অর্থাৎ হযরত রসূলে পাক (সাঃ), যিনি সকল জ্যোতির উৎসধারা। এ কারণেই সূর্য ও দিনের উল্লেখ আগে করা হয়েছে এবং পরে চন্দ্র ও রাত্রির উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ সূরাতে মু‘মিন ও কাফিরদের মধ্যকার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে কাফিরদের প্রতীক ‘রাতে’র উল্লেখ এসেছে আগে এবং মু‘মিনদের প্রতীক ‘দিনে’র উল্লেখ এসেছে পরে।

৩৩৬৩। এ আয়াতে ‘তাজাল্লা’ অর্থাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর পরিবর্তে পূর্ববর্তী সূরার অনুরূপ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে ‘জাল্লা’ (এর গৌরব প্রকাশ করে) শব্দ। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, পূর্ববর্তী সূরাতে মহান শিক্ষকের অতি উন্নত আধ্যাত্মিক মর্যাদা ব্যক্ত হয়েছে, আর এ সূরাতে শিক্ষার্থীদের ঐশী জ্ঞান আহরণের উচ্চ যোগ্যতার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

৩৩৬৩-ক। স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলনের উপর প্রজনন নির্ভর করে। পুরুষের বৈশিষ্ট্য হলো দান করা এবং স্ত্রীলোকের বৈশিষ্ট্য হলো গ্রহণ করা। তেমনি পার্থিব জগতের মতই রূপক অর্থে আধ্যাত্মিক জগতেও ‘পুরুষ’ হিসাবে রয়েছেন আল্লাহ তাআলার রসূল ও সংস্কারকগণ যারা হেদায়াত দান করেন এবং ‘স্ত্রীলোক’ হিসাবে রয়েছেন তারা যারা বিশ্বস্ত অনুসারী রূপে ঐশী-শিক্ষকের হেদায়াত গ্রহণ করে উন্নত সভ্যতার জন্ম দান করেন। এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, পরিপূর্ণ শিক্ষক মহানবী (সাঃ) এবং আদর্শ শিক্ষার্থী সাহাবীগণের প্রগাঢ় ও পুণ্য সংস্পর্শ বিশ্বকে এক নবসভ্যতা উপহার দিতে যাচ্ছে।

৩৩৬৪। এ আয়াতে মু‘মিনদের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা এবং কাফিরদের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টার মধ্যে যে বৈষম্য ও ভিন্নমুখিতা রয়েছে এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যেস্থলে মু‘মিনগণ সত্যের প্রচার-প্রসারের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করছেন, সেখানে কাফিরদের সকল চেষ্টা নিয়োজিত হচ্ছে সত্যের বিরোধিতা ও একে বাধা দান করার উদ্দেশ্যে। অতএব এ দুটি ভিন্নমুখী প্রচেষ্টার ফল যে ভিন্ন ভিন্ন হবে তা অবশ্যসম্ভাবী।

৩৩৬৫। যারা জীবনে কৃতকার্যতা অর্জন করে, তাদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে এ আয়াতে ও পূর্ববর্তী আয়াতে। সংক্ষেপে এগুলো হলো : সঠিক কর্ম, সঠিক বিশ্বাস এবং সঠিক চিন্তা। মু‘মিনদের মাঝে এগুলো গভীরভাবে পাওয়া যায়।

৮। \*আমরা অবশ্যই তার জন্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য সহজলভ্য করে দিব<sup>৩৩৬৬</sup>।

فَسُنِّيْصِرُهُ لِّلْيُسْرَىۙ

৯। কিন্তু যে কার্পণ্য করে এবং অবজ্ঞা দেখায়

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىۙ

১০। এবং যে উত্তম বিষয়কে অস্বীকার করে<sup>৩৩৬৭</sup>

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىۙ

১১। আমরা অবশ্যই তাকে দুঃখদুর্দশায় জর্জরিত করে দিব<sup>৩৩৬৮</sup>।

فَسُنِّيْصِرُهُ لِّلْعُسْرَىۙ

১২। \*আর সে যখন ধ্বংস হবে তার ধনসম্পদ তার কোন কাজে আসবে না।

وَمَا يَخْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىۙ

১৩। \*নিশ্চয় হেদায়াত দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরই।

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ

১৪। আর নিশ্চয় সব বিষয়ের সমাপ্তি ও সূচনা আমাদেরই হাতে<sup>৩৩৬৯</sup>।

وَأَنَّ لَنَا لِّلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ

১৫। অতএব আমি এক লেলিহান আগুন সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করে দিলাম।

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىۙ

১৬। এতে \*চরম হতভাগা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না,

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْآشَقَىٰ

১৭। \*যে (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখ ফিরিয়ে রাখে<sup>৩৩৭০</sup>।

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

দেখুন : ক. ৮৭ঃ৯ খ. ৩ঃ১১; ৫৮ঃ১৮; ১১১ঃ৩ গ. ২ঃ২৭৩; ২৮ঃ৫৭ ঘ. ২০ঃ৭৫; ৮৭ঃ১২-১৩ ঙ. ২০ঃ৪৯।

৩৩৬৬। উপর্যুক্ত দুটি আয়াতে যে বিশেষ তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, সে তিনটি গুণের অধিকারী ব্যক্তি তার অভীষ্ট ফল লাভে কখনো বঞ্চিত হবে না। অন্য অর্থ এও হতে পারেঃ সেসব গুণের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে ভাল ও কল্যাণকর কাজ করা সহজ হয়ে যায় এবং তাতে সে আনন্দ লাভ করে।

৩৩৬৭। ৬ ও ৭ আয়াতে বর্ণিত তিনটি সদ গুণের বিপরীত তিনটি মন্দ প্রবৃত্তি যা মানুষের ধ্বংসের কারণ হয় তা এ দুটি আয়াতে (৯ ও ১০) বর্ণিত হয়েছে।

৩৩৬৮। পূর্ববর্তী আয়াত দুটিতে বর্ণিত ব্যক্তির কার্যকলাপ অশুভ হয়ে থাকে এবং তার কর্ম অভীষ্ট ফল সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। অন্য অর্থ হতে পারে : শুভ এবং ফলপ্রসূ কাজ করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

৩৩৬৯। দুই প্রকৃতি-বিশিষ্ট অবিশ্বাসীরা ইহকালেও ব্যর্থ হয়, আর পরকালেও শাস্তি পায়। কেননা ইহকাল ও পরকাল দুটিই আল্লাহ তাআলার আয়ত্তে। আয়াতটির অন্য অর্থ এরূপঃ ‘আমাদের (আল্লাহর) হাতেই সকল বস্তুর শেষ পরিণতি ও আরম্ভ।’

৩৩৭০। ‘কায্যাবা’ শব্দটির তাৎপর্য হলো : পাপিষ্ঠ অবিশ্বাসী মিথ্যা বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকে এবং ‘তাওয়াল্লা’ শব্দটি দ্বারা বুঝায়, সে সৎকর্ম করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

১৮। কিন্তু পরম মুতাকীকে এ থেকে অবশ্যই দূরে রাখা হবে,

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ①

১৯। যে নিজেকে পবিত্র করতে (আল্লাহর পথে) নিজ ধনসম্পদ দান করে।

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ②

২০। আর (তার এ দান) তার প্রতি কোন ব্যক্তির অনুগ্রহের প্রতিদানে হয়ে থাকে না,

وَمَا لَاحِدٍ عَنْهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَى ③

২১। বরং একমাত্র তার সর্বোচ্চ প্রভু-প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই (এ দান) হয়ে থাকে<sup>৩৩৭১</sup>।

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ④

১

[২২] ২২। আর তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।

وَلَسَوْفَ يَرْضَى ⑤

১৭

৩৩৭১। ধর্মপরায়ণ মু'মিন ব্যক্তি পরোপকার সাধনে সচেষ্ট থাকে, পরের কাছ থেকে উপকার প্রাপ্তির প্রতি-উপকার হিসাবে নয়, বরং আল্লাহর সৃষ্টির উপকারে নিজেকে নিয়োগ করার একান্ত আগ্রহের কারণে। এরূপ করার পিছনে তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে স্বীয় প্রভু ও প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।